ভোরের কাগজ

179

তারিখ ... 23 APR 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

বিজি প্রেসের অভিযুক্ত ২ কর্মচারী গ্রেপ্তার

ফাঁস হওয়া প্রশ্নে গৃহীত বাংলা ইংরেজি পরীক্ষার বিষয়ে তদন্তের পর সিদ্ধান্ত

জ. ই. মামুন : ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রে গৃহীত এসএসসির বাংলা এবং ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষাগুলো বহাল থাকবে নাকি বাতিল করে নতুন প্রশ্নে আবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সে ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় এবং বোর্ড কর্মকর্তারা বিষয়টি আড়ালে রেখে অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলতে বেশি আগ্রহী। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটিগুলোর রিপোর্ট পাওয়ার পর মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। গভীর রাতে জানা যায়, প্রশ্ন ফাঁসে জড়িত অভিযোগে পুলিশ গত রাতে কামাল উদ্দিন মুছা এবং আবুল হাসেম নামের বিজি প্রেসের দুই কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের বাসাও তল্লাশি করা হয়েছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনায় শুরু থেকেই দেশের লাখ লাখ পরীক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক এবং শিক্ষকরা তুমুলভাবে উদ্বিগ্ন। এর মধ্যে গতকাল তাদের উদ্বেগ আরো বেড়ে গেছে ঢাকাসহ দেশের কয়েকটি জায়গা থেকে প্রকাশিত একটি বাংলা দৈনিকের বিভ্রান্তিকর খবরে। পত্রিকাটি বৃহস্পতিবার গণিত পরীক্ষা বলে যে বিভ্রান্তি ছড়ায় তা নিরসনের জন্য সরকার বেতার-টিভিতে বারবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলেছে যে, গণিতের পরীক্ষা শনিবারেই অনুষ্ঠিত হবে এবং অন্য কোনো পরীক্ষার সময়সূচিই বদলানো হয়নি। একই ঘোষণা দিয়ে সরকার তথ্য বিবরণীও প্রকাশ করেছে, এমনকি কোনো কোনো শহরে স্থানীয় প্রশাসন মাইকিং করেও জানিয়েছে যে, পরীক্ষার তারিখ বদলানো হয়নি।

এদিকে রাজধানীর উদ্বিগ্ন পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা গতকাল সকাল থেকেই সংবাদপত্র অফিসগুলোতে ফোন করে এ ব্যাপারে জানতে চান। মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, সেখানে লোকজন পরীক্ষার সঠিক তারিখ জানতে জেলা প্রশাসকের অফিসে ভিড় জমায়। রাজশাহী প্রতিনিধি জানান, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার তারিখ বদলানো হয়নি- এই মর্মে গতকাল প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রে খবর পাঠায়।

অবশ্য সংশ্লিষ্ট দৈনিকটি গতকালই টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন দিয়ে তাদের ভুল স্বীকার করে এবং সেজন্য দুঃখও প্রকাশ করেছে।

এদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় সরকার দুষ্কৃতকারীদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য গতকাল ৫ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী দুষ্কৃতকারীকে শনাক্ত ও দণ্ড প্রদানের লক্ষ্যে সঠিক খবর যে বা যারা স্থানীয় পুলিশ বা ঢাকা শিক্ষা বোর্ডকে গোপনে জানাতে পারবেন তাকে বা তাদেরকে এই ৫ লাখ টাকা নগদ দেওয়া হবে। সংবাদদাতার পরিচয়ও গোপন রাখা হবে। সরকারি বেসরকারি কর্মচারীসহ সকলের জন্য এ পুরস্কার প্রযোজ্য হবে। গতকাল এক সরকারি তথ্য বিবরণীতে এ খবর দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক গতকাল জাতীয় সংসদে বলেছেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গ্রেপ্তারকৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার নায়কদের চিহ্নিত করার কাজে বেশ অগ্রগতি হয়েছে। দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে মন্ত্রী

● এরপর– পৃষ্ঠা ২ ● প্রশ্নপত্র ফাঁস :

ফাঁস হওয়া প্রশ্নে

● প্রথম পাতার পর

সংসদকে জানান।

চট্টগ্রাম অফিস জানিয়েছে, সেখানকার জেলা প্রশাসন গঠিত তদন্ত কমিটি তাদের প্রাথমিক রিপোর্ট গতকাল জমা দিয়েছে। ঐ রিপোর্টে বিজি প্রেসের মিরেরসরাই থানার দুই কর্মচারী জড়িত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ দুজনের নাম কামালউদ্দিন ওরফে মুছা এবং আতাউল হক। গোয়েন্দা সংস্থার উদ্ধৃতি দিয়ে মিরেরসরাই প্রতিনিধি জানান, ঐ দুই লোক স্থানীয় এক স্কুল শিক্ষক ও তার ছেলের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র বিক্রির ব্যবস্থা করে। অভিযুক্তদের তিনজন এখনো পলাতক।

প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা তদন্তে সিআইডি পুলিশের একাধিক দল ঢাকা ও চট্টগ্রামে কাজ করছেন। ঢাকার সিআইডি সূত্র জানিয়েছে, তারাও প্রাথমিকভাবে ধারণা করছেন যে বিজি প্রেস কর্মচারীদের কেউ কেউ এর সঙ্গে জড়িত। সিআইডি তাদের ওপর কড়া নজর রাখছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের বের করার এই প্রক্রিয়ায় ঐ ৪ পেপার পরীক্ষার কি হবে সে ব্যাপারে কেউ মুখ খুলছে না। ঢাকা বোর্ড, চট্টগ্রাম বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঐ পরীক্ষাগুলোর ব্যাপারে কিছুই বলতে চান না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা গত রাতে ভোরের কাগজকে বলেন, এ ব্যাপারে সরকার কিছুটা দ্বিধান্বিত। প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে এটা প্রমাণিত। ফাঁস হওয়া প্রশ্নেই বাংলা ও ইংরেজি ৪ পেপার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। তবে সারা দেশে নয়, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা বোর্ডের কয়েকটি কেন্দ্রে। তাই ঐ পরীক্ষাগুলো আবার নেওয়া হবে কিনা, হলে কোন কোন কেন্দ্রে হবে তা তদন্ত কমিটিগুলোর রিপোর্টের পর বিবেচনা করা হবে। ঐ কর্মকর্তা আরো বলেন, প্রয়োজন মনে হলে মন্ত্রণালয় পরে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আরেকটি তদন্ত কমিটিও গঠন করতে পারে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভুঁইয়া এবং ওয়ার্কার্স পার্টি নেতৃবৃন্দ বিবৃতি দিয়েছেন। তারা এজন্য সরকারের ব্যর্থতাকে দায়ী করে দোষীদের শাস্তি দাবি করেন। বিএনপি মহাসচিব এ ঘটনায় সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান।

গতকাল বুধবার পদার্থবিজ্ঞান, ইতিহাস ও ব্যবসায় পরিচিতি বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল পরীক্ষা চলাকালে দিনাজপুরের সেতাবগঞ্জে নকল ধরাকে কেন্দ্র করে টিএনও এবং একজন ম্যাজিস্ট্রেট উচ্ছৃঙ্খল পরীক্ষার্থীদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছেন বলে আমাদের প্রতিনিধি জানান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস ছুড়তে হয়। বরগুনা প্রতিনিধি জানান, সেখানকার সরকারি বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে গতকাল নকলে সহায়তা করার দায়ে পরীরখাল হাইস্কুলের শিক্ষক আবুল কালামকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার কৃষিবিজ্ঞান ও গার্হস্থ্যবিজ্ঞান পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গণিত পরীক্ষা হবে আগামী শনিবার। সারা দেশে ইতিমধ্যে গণিত বিষয়ের নতুন প্রশ্নপত্র পাঠানো হয়েছে।